ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

<u>স-৫০২২</u>

আগরতলা, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

<u>জ্যাকশন গেইট পুনর্নির্মাণের ভূমিপূজন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী</u>
রাজ্য সরকার মানুষের কাছে সমস্ত মৌলিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর

রাজ্য সরকার আগরতলা সহ রাজ্যের নগর এলাকাগুলিকে আধুনিক পরিষেবার সাথে যুক্ত করে মানুষের কাছে সমস্ত মৌলিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। আগরতলা শহরের পরিকাঠামোর মানোন্নয়নের পাশাপাশি রাজন্য আমলের ইতিহাস সংরক্ষণেও সরকার সচেষ্ট। পাশাপাশি আগরতলা শহরে রাজন্য ইতিহাস জড়িত বিভিন্ন স্থানগুলি পুনরুদ্ধার করে পুনর্নির্মাণের কাজও করা হচ্ছে। তারমধ্যে অন্যতম হলো জ্যাকশন গেইট পুনর্নির্মাণ। সরকার রাজ্যের ইতিহাসকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আগরতলা শহরের রাজন্য ঐতিহাসিক স্থানগুলি পুনরুদ্ধার ও নির্মাণ করে আগামী প্রজন্মকে আগরতলা শহরের ইতিহাস জানার পথকে প্রশস্ত করতে চায়। রাজ্য সরকার মানুষকে পাশে নিয়ে মানুষের মতামত নিয়েই আগরতলা শহরকে অত্যাধুনিক শহরে পরিণত করতে চায়। আজ মহারাণী তুলসীবতী উচ্চমাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জ্যাকশন গেইট পুনর্নির্মাণের ভূমিপূজন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং আগরতলা পুরনিগমের ২০ নং ওয়ার্ডের নতুন দ্বিতল বিশিষ্ট ওয়ার্ড কার্যালয় ভবনের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন।

মহারাজা বীরবিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের শাসনকালে বাংলার গভর্নর স্যার ফ্রান্সিস স্টেনলি জ্যাকশনকে আগরতলায় স্বাগত জানানোর জন্য এই জ্যাকশন গেইট নির্মিত হয়েছিল। আজ এই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন আমাদের অতীত ইতিহাস, সংস্কৃতিকে সংরক্ষণ ও সম্মান জানানোর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। আগরতলা শহরের বিভিন্ন পরিষেবার মানোন্নয়নে সরকার প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০২৫ সালে অমরুত ২.০ প্রকল্পে আগরতলা পুরনিগম এলাকায় নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে প্রায় ১১২ কোটি টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়েছে। পুরনিগমের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানীয়জলের পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে। আগরতলা শহরে আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষের জন্য টুডা প্রকল্পের মাধ্যমে লাইট হাউস প্রকল্পে ফ্ল্যাট তুলে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের আওতায় ৫৮১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৫টি বিভিন্ন প্রকল্প সম্পন্ন করা হয়েছে। নগরোন্নয়নে ভালো কাজ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সেরা পারফরমার রাজ্য হিসেবে ত্রিপুরাকে পুরস্কৃত করেছে। এছাড়াও স্বচ্ছ ভারত মিশনে ভালো কাজ করার জন্য মোস্ট ক্লিন স্টেট হিসেবে রাজ্য পুরস্কৃত হয়েছে। পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি শহরাঞ্চলে মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তোলার প্রতি সরকার জোর দিয়েছে।

২-এর পাতায়

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে আগরতলা শহরের পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ঐতিহাসিক স্থানগুলি পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। এছাড়া মানুষের সমস্ত সমস্যা দূর করতে আগরতলা পুরনিগম এলাকায় বিভিন্ন ওয়ার্ড অফিসগুলি সংস্কার করা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে এছাড়াও ভাষণ রাখেন আগরতলা পুরনিগমের সেন্ট্রাল জোনের চেয়ারম্যান রত্না দত্ত, পূর্ত দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে। উপস্থিত ছিলেন নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেক, পূর্ত দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব মজুমদার। স্বাগত ভাষণ রাখেন আগরতলা পুর নিগমের কমিশনার সাজু বাহিদ এ.।

*****